গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
রূপসা, খুলনা।
www.uno.rupsha.khulna.gov.bd

স্মারক নং- ০৫.৪৪.৪৭৭৫.০০০.০৬.০০৩.২৫- ৬১৬ তাং-২৭/০৩/২৫ খ্রি.

জলমহালের ইজারা বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা প্রকৃত যুব মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/সংগঠনের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, খুলনা জেলার রূপসা উপজেলাধীন নিম্নবর্ণিত ২০ একর পর্যন্ত (বদ্ধ) জলমহাল বন্দোবস্ত ১৪৩২-১৪৩৪ সন পর্যন্ত ৩ (তিন) বছর মেয়াদে ইজারা প্রদানের নিমিত্ত ভূমি মন্ত্রণালয় কর্তৃক জারিকৃত ১০-০৩-২০২৫ খ্রি. তারিখের ৩১.০০.০০০০.০৫০.৬৮.০২৫.২৪.১৮৮ নং স্মারক অনুযায়ী নিবন্ধিত ও প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি কর্তৃক ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে আবেদন দাখিল করতে হবে।

আগ্রহী সমিতির সভাপতি/সম্পাদককে চলতি বাংলা ১৪৩১ সনের আগামী ২৩ চৈত্র থেকে ২৬ চৈত্রের মধ্যে (০৬-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখ হতে ০৮-০৪-২০২৫ খ্রি. তারিখ) ম্যানুয়াল পদ্ধতিতে জামানতের ব্যাংক ড্রাফট/ পে-অর্ডারের মুলকপি ও আবেদন বাবদ জমাকৃত চালানের মূলকপি সীলগালা মুখবন্ধ খামে অফিস চলাকালীন আবশ্যিকভাবে এ কার্যালয়ে/ সহকারী কমিশনার (ভূমি) এর কার্যালয়ে দাখিল করতে হবে এবং সকল কাগজের ০১ (এক) সেট ছায়ালিপি সংশ্লিষ্ট উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি বরাবর জমা দিতে হবে। সরকারি জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতি, ২০০৯ এবং এ সংক্রান্ত ভূমি মন্ত্রণালয়ের জারিকৃত পরিপত্র/নির্দেশনার আলোকে প্রাপ্ত আবেদনসমূহ নির্ধারিত সিডিউল মোতাবেক যাচাই-বাছাইঅন্তে উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপনপূর্বক জলমহাল ইজারার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

১৪৩২-১৪৩৪ মেয়াদে রূপসা উপজেলার ২০ একর একরের নিম্ন ইজারাযোগ্য জলমহালের তালিকা ঃ

ক্র. নং	জলমহালের নাম	ইউনিয়নের নাম	মৌজা	আয়তন (একর)	পূর্ববর্তী ইজারা মূল্য	৫% বৃদ্ধির পরে ১৪৩২-১৪৩৪ সনের সম্ভাব্য ইজারা মূল্য	শিডিউল মূল্য
০১	গোয়াড়া নতুন খাল	ঘাটভোগ	গোয়াড়া	২.৮১	৬,৬১৫/-	৬,৯৪৫/-	৫০০/-
০২	সুড়ী ডাঙ্গার খাল	শ্রীফলতলা	শ্রীফলতলা	৫.৭৫	১৩,২৩০/-	১৩,৮৯১/-	৫০০/-
০৩	পুতুরিয়ার খাল	শ্রীফলতলা	শ্রীফলতলা	১.৩৪	১৩,২৩০/-	১৩,৮৯১/-	৫০০/-
০৪	লিনার খাল	শ্রীফলতলা	হোসেনপুর	৩.৭৯	৫৫,১২৫/-	৫৭,৮৮১/-	৫০০/-
০৫	বাতিখাল কচোর খাল জলকর	শ্রীফলতলা	শ্রীফলতলা	১.৬৮	১৩,২৩০/-	১৩,৮৯১/-	৫০০/-
০৬	ধোপাখোলা খাস পুকুর	ঘাটভোগ	ধোপাখোলা	০.৪৭	৫,৫৬৫/-	৫,৮৪৩/-	৫০০/-
০৭	আড়ুয়াই পাচানী খাসপুকুর	টি,এস,বি	আড়ুয়াইপাচানী	০.৫০	৯,১৩৫/-	৯,৫৯১/-	৫০০/-
০৮	ইমাম বাড়ী মজাপুকুর-১	টি,এস,বি	আড়ুয়াইপাচানী	০.৭৩	৩,২৩০/-	৩,৩৯১/-	৫০০/-
০৯	ইমাম বাড়ী মজাপুকুর-২	টি,এস,বি	আড়ুয়াইপাচানী	০.৪১	২,৮৩৫/-	২,৯৭৬/-	৫০০/-
১০	চর শ্রীরামপুর খাল	নৈহাটী	চর শ্রীরামপুর	১.৩৫	--	৯,৭৭০/-	৫০০/-
১১	নোয়াসিয়া খাল	নৈহাটী	জাবুসা	৭.০১	--	৫০,০০০/-	৫০০/-

শর্তবলী ঃ

১। নির্দিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী বা তীরবর্তী প্রকৃত মৎস্যজীবীদের সমিতি বা সমবায়/সমাজ সেবা অধিদপ্তর কর্তৃক নিবন্ধিত সমিতি বা সমিতিসমূহ নির্দিষ্ট তীরবর্তী জলমহাল বন্দোবস্তের জন্য আবেদন করতে পারবে। তবে এক্ষেত্রে যুব মৎস্যজীবীদের নিবন্ধিত সমিতি অগ্রাধিকার পাবে। কোনো ব্যক্তি বা নিবন্ধনবিহীন সংগঠন আবেদন করতে পারবে না।

২। কোনো মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি পাওয়া না গেলে সমাজ ভিত্তিক মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনার অনুকরণের কেবলমাত্র সংশ্লিষ্ট জলমহালের চার পাশে নিকটবর্তী অবস্থানে বসবাসরত ক) বেকার যুবক খ) মুক্তিযোদ্ধা/ মুক্তিযোদ্ধা সন্তান গ) যুব মহিলা ঘ) বিধবা বা স্বামী পরিত্যাক্তা ঙ) আনসার ভিডিপি ও গ্রাম পুলিশ সদস্য চ) দরিদ্র ও অস্বচ্ছল ব্যক্তিগণের সমন্বয়ে গঠিত ও সমবায় অধিদপ্তর কিংবা সমাজ সেবা অধিদপ্তরের স্থানীয় অফিসে নিবন্ধিত একক সমিতি সংশ্লিষ্ট জলমহাল ৩(তিন) বছর মেয়াদে ইজারার নিমিত্তে আবেদন করতে পারবে।

৩। আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে জলমহালের অবস্থান, আয়তন ইত্যাদি প্রত্যক্ষভাবে আবেদনপত্র যাচাই বাছাই করে আবেদনপত্র দাখিল করতে হবে। এ বিষয়ে পরবর্তীতে কোনো আপত্তি গ্রহণযোগ্য হবে না।

৪। আবেদনপত্র দাখিলের পূর্বে প্রকৃত মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি / সংগঠন তাদের নামের তালিকা (ঠিকানাসহ) এবং নিবর্হী সদস্যদের নামের তালিকা ঠিকানাসহ সংযুক্ত করবেন।

৫। আবেদনকারী সমবায় সমিতি বা অন্য কোনো সমিতি বর্তমানে কার্যকর আছে তার প্রমাণ স্বরূপ জেলা ও উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র ও বিগত ২ (দুই) বছরের অডিট রিপোর্ট দাখিল করবেন।

৬। আবেদনকারী কোন মৎস্যজীবী সমবায় সমিতি/ সংগঠনের এমন কোন সদস্য থাকেন যিনি প্রকৃত মৎস্যজীবী নহেন তাহলে উক্ত জলমহাল বন্দোবস্ত পাওয়ার অযোগ্য বিবেচিত হবে।

৭। সংশ্লিষ্ট জলমহালের নিকটবর্তী নিবন্ধিত মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতিগুলোর প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে অগ্রাধিকার পাবে। .

৮। আবেদনপত্রের সাথে সংগঠন/সমিতির নির্বাচিত কমিটির, গঠনতন্ত্রের কপি, ব্যাংক হিসাবের লেনদেনের প্রত্যয়নপত্রসহ সত্যায়িত ছবি সংযুক্ত করতে হবে।

৯। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি ৩ (তিন) বছর মেয়াদী ইজারা পাওয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট জলমহালের মৎস্য চাষ উৎপাদন সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা/পরিকল্পনা/রূপরেখা সংযুক্ত করতে হবে।

১০। আবেদনকারী মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির কার্যকর সম্পর্কিত প্রমাণ স্বরূপ জেলা/উপজেলা/সমবায় কর্মকর্তা/সমাজসেবা কর্মকর্তা (যেখানে যা প্রযোজ্য) কর্তৃক প্রত্যয়নপত্র আবেদনের সাথে দাখিল করতে হবে।

১১। সংশ্লিষ্ট জলমহালের ইজারা মূল্যের ২০% স্থানীয় সোনালী ব্যাংক লিঃ থেকে ব্যাংক ড্রাফট/পে-অর্ডার হিসাবে জামানত উপজেলা নির্বাহী অফিসার,রূপসা, খুলনাকে সম্বোধন করে দাখিল করতে হবে।

১২। দাখিলকৃত কাগজপত্র যাচাই বাছাই করতঃ উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটির সভায় উপস্থাপন সাপেক্ষে জলমহাল ব্যবস্থাপনা নীতিমালা,২০০৯ এর শর্ত বিবেচনা করে আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে ইজারা প্রদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সিদ্ধান্ত প্রদানের ১৫(পনের) কার্য দিবসের মধ্যে সরকার নির্ধারিত ইজারা মূল্যসহ ১০% আয়কর ও ১৫% ভ্যাটসহ সমুদয় ইজারা মূল্য পরিশোধ ক..তে হবে। ব্যর্থতায় জামানত বাতিলসহ জামাকৃত টাকা বাজেয়াপ্ত হবে।

১৩। মৎস্যজীবী সংগঠন/ সমিতি যাচাই বাছাই এর ক্ষেত্রে কোনো জঙ্গি সম্পৃক্ততা থাকলে এবং পূর্বে কোনো জলমহালের ইজারা মূল্য পরিশোধে খেলাপী থাকলে অথবা জলমহাল সংক্রান্ত কোনো সার্টিফিকেট মামলা কিংবা অন্য কোনো আদালতে কোনো মামলা থাকলে সংশ্লিষ্ট সংগঠন/সমিতিকে উক্ত জলমহাল ইজারা প্রদান করা যাবে না।

১৪। ইজারা গ্রহীতা কোনো মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতির নামে ইজারাকৃত জলমহাল সাব লীজ বা কোনো ব্যক্তি/গোষ্ঠিকে হস্তান্তর করতে পারবেনা। অন্য কোনো উপায়ে তা ব্যবহার করতে পারবে না। যদি তাহা করে তাহলে উক্ত ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে এবং জামানাতসহ জমাকৃত ইজারা মূল্য সরকারের অনুকূলে বাজেয়াপ্ত হবে। উক্ত ইজারা গ্রহীতা মৎস্যজীবী সংগঠন/সমিতি পরবর্তী বছর জলমহাল ইজারা সংক্রান্ত কোনো আবেদন দাখিল করতে পারবে না।

১৫। কোনো সমবায় সমিতি/সংগঠন ২ (দুই) টির বেশি জলমহাল ইজারা গ্রহণ করতে পারবে না।

১৬। ১ম বছর ইজারা মূল্য পরিশোধের সঙ্গে সঙ্গে আবেদনকারীকে ইজারা চুক্তি বাবদ ৩০০/- টাকার নন-জুডিসিয়াল স্ট্যাম্পে চুক্তি সম্পাদন করতে হবে। অন্যথায় যথা সময়ে জলমহালের দখল না পাওয়ার অজুহাতে পরবর্তীতে কোন ওজর গ্রহণযোগ্য হবে না। ইজারা চুক্তি সম্পাদন ব্যতীত জলমহালের দখল গ্রহণ করা যাবে না।

১৭। ২য় বছরের সম্পূর্ণ ইজারা মূল্য ১ম বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। পরবর্তী বছরের ইজারা মূল্য একই ভাবে পরবর্তী বছরের ১৫ চৈত্রের মধ্যে পরিশোধ করতে হবে। ইজারার অর্থ আংশিক বা কিস্তিতে পরিশোধ করা যাবে না। নির্ধারিত তারিখের মধ্যে ইজারা মূল্য পরিশোধ করতে ব্যর্থ হলে জামানত বাজেয়াপ্তসহ ইজারা বাতিল বলে গণ্য হবে। ইজারা মূল্য পরিশোধের জন্য কোনো প্রকার নোটিশ প্রদান করা হবে না।

১৮। ইজারা মেয়াদ শেষ হলে /কোনো কারণে ইজারা বাতিল করলে সাথে সাথে জলমহালের উপর সকল অধিকার বিলুপ্ত হবে। ইজারার শেষে কোনো জলমহালের উপর ইজারা গ্রহীতার কোনো দাবী/ অধিকার/ স্বত্ব থাকবে না এবং উক্ত জলমহালের সকল অধিকার স্বত্ব দখল স্বয়ংক্রিয়ভাবে সরকারের নিকট ন্যস্ত হবে।

১৯। কোনো জলমহাল/জলমহালের অংশ বিশেষের উপর মন্ত্রণালয়ের/দেওয়ানী আদালতের স্থিতি আদেশ/ নিষেধাজ্ঞা থাকলে তাহা ঐ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা না থাকলেও ইজারা বহির্ভূত থাকবে। মামলা আছে কিন্তু স্থিতি আদেশ বা নিষেধাজ্ঞার আদেশ নেই এরূপ ইজারা প্রদান করা যাবে।

২০। কর্তৃপক্ষ বর্নিত ইজারা প্রক্রিয়া যেকোন সময়ে সংশোধন/বাতিলের ক্ষমতা সংরক্ষণ করে।

২১। উপরোক্ত শর্তবলী ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে জানার প্রয়োজন হলে তা সংশ্লিষ্ট অফিস হতে জানতে হবে।

27.03.2025

(আকাশ কুমার কুন্ডু)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ও
আহ্বায়ক
উপজেলা জলমহাল ব্যবস্থাপনা কমিটি
রূপসা, খুলনা